পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১৩৩

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

মার্চ ২০২৪

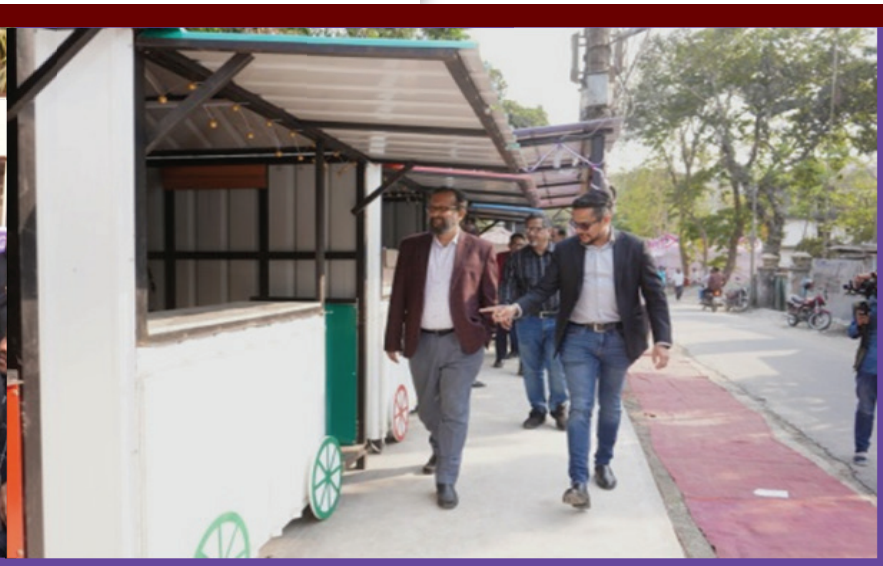

'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' উপ-প্রকল্পের আওতায় রংপুরে 'প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট' এর শুভ উদ্বোধন

গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার কেরানী পাড়া রোডে বঙ্গবন্ধু চত্বরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো পদক্ষেপ এর 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' উপ-প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য 'প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট' স্থাপনের শুভ উদ্বোধন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমান (মোস্তফা) মার্কেটের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক -১, মোঃ ফজলুল কাদের এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ও উপ-সচিব সৈয়দ ফরহাদ হোসেন, রংপুর চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মোঃ আকবর আলী, রংপুর বিসিক জেলা কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ এহেসানুল হক, পদক্ষেপ এর সম্মানিত নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এবং মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা মার্কেট পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা, পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত খাবারের সমন্বয়করণ, মার্কেট ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া মার্কেটটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হিসেবে গড়ে তুলতে প্রকল্প সহায়ক বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলেন বক্তারা। যার মধ্যে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র প্যাকেজিং কারখানা স্থাপন, খাবার তৈরিতে বারবার ব্যবহৃত একই তেল/পোড়ানো তেল সংগ্রহ করে সাবান তৈরির জন্য কারখানা স্থাপন, পরিবেশগত ও পণ্যমানের সার্টিফিকেট গ্রহণ, পরিবেশগত ক্লাব গঠন এবং নিয়মিত সভা পরিচালনাসহ ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে।

'প্যালেডিয়াম- নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট' ২১টি স্টল রয়েছে যা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে। সেইসাথে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান, ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং মার্কেটগুলোতে পরিবেশের ক্ষতি না করে টেকসই পদ্ধতিতে খাবার তৈরি ও খাবারের মান নিশ্চিতকরণে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত ও টেকসই অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'প্যালেডিয়াম- নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট' স্থাপন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করবে, সেইসাথে রংপুর শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ভূমিকা রাখবে ও রংপুরবাসী একটি সুস্থ্য সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার উপভোগ করতে পারবেন এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।

‘বঙ্গবন্ধু’র ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস’, ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস’ এবং ২৬ মার্চ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ যথাযথ মর্যাদায় পালন

গত ১৭ মার্চ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস’, ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস’ এবং ২৬ মার্চ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ যথাযথ মর্যাদায় পদক্ষেপ এর পক্ষ থেকে পালন করা হয়েছে। দিবসগুলো উপলক্ষে সকল অফিস ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জা, জাতীয় ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ’সহ পদক্ষেপ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু’র জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২৪ তারিখ সকালে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পাশাপাশি ‘পদক্ষেপ’ এর পক্ষ থেকে রাজধানীর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া গোপালগঞ্জ এরিয়ার আওতাধীন সকল অফিস সমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি দেশব্যাপী সংস্থার সকল অফিস কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে’। সারাদেশে এবারও শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয় বিভিন্ন কর্মসূচি। আয়োজনের মধ্যে ছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণ। দিবসটি উদযাপনে দেশের সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বঙ্গবন্ধু’র সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে ‘পদক্ষেপ’ এর প্রধান কার্যালয়’সহ সংস্থার সকল অফিসসমূহে বঙ্গবন্ধু’র ছবি ও বাণী সম্বলিত ব্যানার/ফেস্টুন প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ১৭ মার্চ উপলক্ষে সংস্থার শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও গ্রাহক সমন্বয়ে গত ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে “বঙ্গবন্ধু’র স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে” শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রোগ্রাম উইং এর সহকারী পরিচালক মো: রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর আদর্শে আজকের শিশুদের যথাযোগ্যভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট জনগোষ্ঠী গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বক্তারা।

এছাড়া ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস’ উপলক্ষে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও সকল জোন অফিস সমূহের ডিসপ্লে বোর্ডে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নির্মম গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি ২৬ মার্চ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উদযাপন উপলক্ষে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ভবনে লাল ও সবুজ রঙের আলোকসজ্জা ও সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পদক্ষেপ এর সকল কার্যক্রমের আওতাভুক্ত অস্বচ্ছল গ্রাহকের সন্তানগণ এবং সংস্থায় কর্মরত স্থায়ী কর্মীদের স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা/অধ্যয়নরত মেধাবী সন্তানগণের কাছ থেকে “বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি” প্রদান করার জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি দিবসগুলোর উদযাপন বিষয়ক পদক্ষেপ এর ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজ’সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন স্লোগান ও ব্যানার প্রদর্শন এবং স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি প্রচার করা হয়। মুক্তির নায়ক বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। তাঁর পুরো জীবন জুড়ে ছিল সমাজ সংশ্লিষ্টতা। সংগ্রাম মুখর জীবনে তিনি একেবারেই গতানুগতিক জীবনধারা থেকে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য। তাই বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে হবে। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু’সহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

‘বঙ্গবন্ধু’র ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস’ এবং ‘স্বাধীণতা দিবস’ উদযাপন উপলক্ষে ‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়’

১৭ই মার্চ, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস’ উপলক্ষে ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়)’ এর নেত্রকোণা পৌরসভা, পিএ-১ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ‘বঙ্গবন্ধু’র জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস’ পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোণা পৌরসভার মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম খান।

এছাড়া দিবসটি পালনে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে দিনব্যাপী বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। একই সাথে পৌর সভায় ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা ও স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে সর্বমোট ৪২৯ জনকে বিনামূল্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও ১৬৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৭৭ জন শিক্ষার্থী রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পরে প্রধান অতিথি রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে স্থানীয় জনগণ খুব উচ্ছ্বসিত হন এবং পদক্ষেপকে তারা ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণ বেশি উপকৃত হবেন জানিয়ে বক্তারা বিভিন্ন সময়ে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পদক্ষেপকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

‘আইসিভিজিডি’ প্রকল্পের এলাকা চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি)’ প্রকল্পে গত মাসে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর এলাকা চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ময়মনসিংহ সদর, শেরপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা এবং মিঠামইন এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলো ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এ অনুষ্ঠিত হয়। ৮৯০০ জন সুবিধাভোগীদের ৩৫৬টি দলে বিভক্ত করে এলাকা ভিত্তিক চাহিদার ভিত্তিতে ছাগল পাগল, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ, পোষাক তৈরি, শুটকি তৈরি ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণগুলো মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিসারগণ পরিদর্শন করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনে ‘পদক্ষেপ’

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান, নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর সাফল্য উদযাপন ও নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালন করা হয়। নারী দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়- ‘নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ’। নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করতে বৈষম্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে নারীর সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশ ও বিশ্বের প্রযুক্তিগত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবারের প্রতিপাদ্যের মূল বিষয়। নারীর উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনে পদক্ষেপ এক ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে গত ১২ মার্চ ২০২৪ তারিখে ‘পদক্ষেপ’ এর প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভা ও আনন্দঘন উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পদক্ষেপ এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদের সদস্য আনোয়ারা শারমিন, নাহিদ আক্তার’সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, মাইক্রোফাইন্যান্স ও প্রোগ্রাম উইং এর পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, বিভিন্ন পর্যায়ের উপদেষ্টাবৃন্দ এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সংস্থার সর্বক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পদক্ষেপ নারীদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের ক্ষমতায়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া নারী-কর্মীদের ক্ষমতায়ন এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবদান সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন বক্তারা। সেইসাথে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন ও সাম্যের ভিত্তিতে একটি কর্মপরিবেশ তৈরির উপর জোর দেয়া হয়। পাশাপাশি নারী সহকর্মীদের অধিকার সচেতন, স্বনির্ভর, সমৃদ্ধশালী ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার মাধ্যমে নিজ পরিবার, দেশ ও সমাজের উন্নয়নের পথে সদা অগ্রসর থাকার আহ্বান জানানো হয়। সমৃদ্ধির পথে নারীর অগ্রযাত্রা, ডিজিটাল দক্ষতার বিকাশ, কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি নারীরা কীভাবে সকল কাজের ক্ষেত্র জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা যোগান বক্তারা।

‘পদক্ষেপ’ নারী সহযোগীদের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরিবেশ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে ‘পদক্ষেপ’ ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ নারী কর্মী দ্বারা ব্রাঞ্চ পরিচালনার মতো ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সংস্থার মাঠ পর্যায়ে নারী কর্মীদের ড্রপ আউটের হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করে বক্তারা বেশ কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর নারীবান্ধব এবং নারী পুরুষের সমতায় টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে উদ্যোগের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের 'আরএমটিপি' প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডা এর যৌথ অর্থায়নে এবং 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় 'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো "ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে উন্নত করা"

গত ২৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস। পরিদর্শনকালীন সময়ে তার সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অর্থ ও হিসাব বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ সামসুজ্জামান, প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: রফিকুল ইসলাম, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: শফিকুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া, গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মোঃ নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি ফরিদপুর এরিয়া অফিসে ফরিদপুর জোনের আওতায় মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে জোনের সকল এরিয়া ম্যানেজার ও গোপালগঞ্জ এরিয়ার সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের সকল কমিউনিটি ম্যানেজারসহ প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

তিনি প্রথমে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী প্লট, 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজ, নিবিড় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য চাষ, কালো সৈনিক পোকা উৎপাদন প্রদর্শনী প্লটসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরে তিনি প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কোটালীপাড়া উপজেলায় নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নছীব এগ্রো এন্ড ফিশারিজের মো: মোজাহিদুল ইসলাম আবিরের 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজের এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে তিনি 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজ এর মাছ সংগ্রহ, রিসিভিং, প্রসেসিং, কাটিং, গাটিং, ওয়াশিং, ওয়েগিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং প্রশংসা করেন। তিনি এন্টারপ্রাইজকে কীভাবে আরো নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

এছাড়া তিনি প্রকল্পের উপকারভোগী ফরমান আলীর বাড়ির আঙিনায় নিবিড় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন। তিনি প্রকল্পের আওতায় সংযোগকৃত সততা ফিড মিল এবং কালো সৈনিক পোকা উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন এবং কাজী এগ্রো মৎস্য হ্যাচারিতে পোনা/রেনু উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয় সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রশংসা করেন।

পদক্ষেপ এর "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পটি পদক্ষেপ দেশের ৭৯টি উপজেলায় তার ১১৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের মাঝে WASH সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনগ্রসর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও মানবসম্পদ উন্নয়নে নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই। রোগমুক্ত একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকায় প্রকল্পের মার্চ মাসে ২৫৩টি দুই গর্ত বিশিষ্ট স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট স্থাপন, ২০৭টি নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং ৬০টি 'বিসিসি ক্যাম্পেইন' করা হয়েছে। কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ পর্যন্ত ৩৯১৫টি স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট স্থাপন, ৬০০৩টি নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং ৩০০টি 'বিসিসি ক্যাম্পেইন' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

উক্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় বক্তারা স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ হচ্ছে সুরক্ষিত, তাই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা জরুরি। এছাড়া 'এসডিজি-৬' অর্জন করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বা পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য যুগোপযোগী পানি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি পানি, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্থা বা সরকারি বিভাগগুলোর সমন্বয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার বিষয়ে বলেন বক্তারা।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার 'পিকেএসএফ' এর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। পদক্ষেপ'সহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পের আওতায় খানা পর্যায়ে ১.২০ লক্ষ নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং ১০ লক্ষ নিরাপদ টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে 'এসডিজি-৬' অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

'পিকেএসএফ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের পরিদর্শন ঃ গত ৯ মার্চ ২০২৪ তারিখ 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী'সহ ছয় সদস্যের একটি টিম কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী ও কারপাশা ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর কনসার্ন অফিসার ও এপিসি-ফিল্ড অপারেশন কর্মকর্তা মোঃ মাকসুদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ খসরু মঈন তানবির আহমেদ, ব্যবস্থাপক মোঃ রায়হান মোস্তাক ও মোঃ মনিরুজ্জামান খান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ রাশেদুল হাসান, পদক্ষেপ এর কিশোরগঞ্জ জোনের জোনাল ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

পরিদর্শন টিম প্রকল্পের একজন সফল নারী উদ্যোক্তা সহরবানুর খামার, প্রভাতি প্রসপারিটির গ্রাম কমিটিতে সভা, একজন গর্ভবতী নারীর খানা পরিদর্শন, প্রসপারিটি বাড়ি, একতা সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) ক্লাবের কার্যক্রম, উচ্চমূল্যের সবজি চাষ, কৃষিপণ্য বিপণন কেন্দ্র, মাঁচা পদ্ধতিতে ভেড়া পালন, গরু ও গাভী এবং কবুতর পালনের আইজিএ পরিদর্শন করেন। এছাড়া দিনব্যাপী প্রকল্পের পরিদর্শন শেষে প্রকল্প পরিচালক মহোদয় নিকলী ইউনিটের সকল কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা করেন এবং তার লব্ধ অভিজ্ঞতা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা ঃ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সেবার মান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ও ২৬ মার্চ এর দিবস উদযাপন, প্রতিবন্ধী ভাতা, ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ বিভিন্ন আইজিএ, স্বাস্থ্য বিষয়ক ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বিষয়ক আলোচনা করা হয়। সভায় ভাতা পেয়ে আইজিএ বাস্তবায়ন করে প্রতিবন্ধী সদস্যদের সন্তুষ্টির কথা ও সকলের জীবনমান উন্নয়ন এবং সমাজে প্রতিবন্ধীদের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। এসময় ইউপি সদস্যসহ পদক্ষেপ এর উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যদের ফোরামভিত্তিক ইভেন্ট আয়োজন ঃ মার্চ ২০২৪ মাসে প্রকল্পের সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের আওতায় কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় ৬টি ইভেন্টে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা কুইজ প্রতিযোগিতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কিশোরীরা নিজেদের মেধার বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করেন। ইভেন্টে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরে তারা অত্যন্ত খুশি। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পিভিসির সদস্য, অভিভাবকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী ক্লাব) গঠন, স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ ও এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা ঃ প্রকল্পভুক্ত অতি দরিদ্র খানা সদস্যদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার অনেক কম। পুরাতন ও অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহারের ফলে তারা অনেক ধরনের রোগে ভুগছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে নারীদের অভিজ্ঞতা কমের প্রধান ৩টি কারণ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ভালো মানের ন্যাপকিনের অপ্রাপ্যতা এবং ন্যাপকিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানসিক জড়তা ও লজ্জা। এই সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া, অষ্টগ্রাম উপজেলার আদমপুর এবং নিকলী উপজেলার কারপাশা এবং গুরই ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক সভা এবং ন্যাপকিন সরবরাহ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা; মা ও শিশু ফোরাম এবং কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিনের সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোর/কিশোরীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে গড়ে তোলা, নারী-পুরুষের ক্ষমতায়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, পারস্পরিক সহমর্মিতা স্থাপন, নেতৃত্ব বিকাশ ও জীবনদক্ষতা উন্নয়ন এবং এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণে তাদেরকে উৎসাহিত করা।

দম্পতি ফোরামের মাসিক সভা ঃ প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ৩টি দম্পতি ফোরাম গঠন এবং দম্পতি ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া অতিদরিদ্র নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারী ও কিশোরীর জন্য পুষ্টি কেন্দ্রিক বিশেষ পরিসেবা সরবরাহ করা। দম্পতি ফোরামের মাসিক সভায় সর্বমোট ৭২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। যাদের মধ্যে ৩৬ জন নারী ও ৩৬ জন পুরুষ সদস্য।

প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন ঃ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পদক্ষেপ এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে পিভিসি, কিশোর কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের সাথে সমন্বিতভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান, নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর সাফল্য উদযাপন ও নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য- 'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।' এই প্রতিপাদ্যের আলোকে দিনব্যাপী র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ ঃ প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০২৪ মাসে মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও নিকলী উপজেলায় 'স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ১৯ জনকে শুঁটকি উৎপাদনের জন্য মটকা, মশারি, পলিথিন, মাস্ক, হাইজেনিক ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লাভস, ছাতা, চাকু, অ্যাপ্রোন ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

অপরদিকে নিকলি উপজেলার নিকলী সদর, কারপাশা, গুরুই ও ছাতিরচর ইউনিয়নের মোট ৭ জন এবং মিঠামইন উপজেলার ঘোপদীঘি ও ঘাগরা ইউনিয়নের ৩ জন সদস্যকে মুদি দোকানের বিভিন্ন মালামাল প্রদান করা হয়।

এছাড়া কারপাশাতে ১ জন ও ঘোপদীঘি ইউনিয়নের ১ জন সদস্যকে চা'য়ের দোকানের জন্য ও ১ জনকে অটো পার্টস এন্ড সার্ভিসিং সেন্টারের জন্য বিভিন্ন মালামাল এবং ঘাগড়া ইউনিয়নের ১ জন সদস্যকে ডিমের ব্যবসা করার জন্য ডিম, ক্যারেট ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় মিঠামইন উপজেলার ঘোপদীঘি ও ঘাগরা ইউনিয়নের ৩ জন সদস্যকে সেলাই মেশিন ব্যবসার জন্য বিভিন্ন ধরনের থান কাপড় সামগ্রী, ৬ জন সদস্যকে গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচির আওতায় ৬টি গরু প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি মিঠামইন উপজেলার ঘোপদীঘি ইউনিয়নে ৩ জন নিঃস্ব সদস্যকে ৬টি ছাগল এবং ঘাগড়া ইউনিয়নের ৩ জন অগ্রসরমান সদস্যকে ১২টি ভেড়া প্রদান করা হয়। এসময় প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

প্রকল্পের আওতায় গত ৬ মার্চ ২০২৪ তারিখে নিকলী সদর ইউনিয়নে গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উচ্চ মূল্যের নিরাপদ প্রাণি ও কৃষি বিষয়ক মোট ৯টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ফসল চাষ ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আবু হানিফ।

আন্তঃ কিশোরী ক্লাব ইভেন্ট ঃ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কিশোর কিশোরীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের আওতায় সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র নিকলী সদর ও কারপাশা ইউনিয়নের কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে এক আন্তঃ কিশোরী ক্লাব ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এতে নিকলী উপজেলার একতা সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও অপরাজিতা সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এতে কিশোরীরা প্রতিযোগিতামুলক উপস্থিত বক্তৃতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সরকারি সেবাসমূহ, কৈশরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে।

ইভেন্টে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পিভিসির সদস্য, অভিভাবকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইভেন্টটি ফ্যাসিলিটেট করেন কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ ছাইদুল ইসলাম।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয়করণ সভা ঃ পদক্ষেপ এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মার্চ ২০২৪ মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিজি) গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিজি পরিচালনা, কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য, সেবার মান উন্নয়নে করণীয়, সেবা গ্রহীতার সাথে সংবেদনশীল আচারণ, এলাকার অতিদরিদ্রদের সেবার আওতায় আনা, বয়স্ক, মা ও শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সেবা প্রদান ও সেবার মানউন্নয়নে নজর দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

“বড় ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্নে স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আত্মবিশ্বাসী কামরুন নাহার এর জীবন গাঁথা”

কামরুন নাহার (৩৪) ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার মল্লিকবাড়ী ইউনিয়নের মামারিশপুর গ্রামে ১৯৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী ও এক ছেলে সন্তানসহ মোট ৭ সদস্য নিয়ে তার পরিবার। মাস্টার্স শেষ করার পর কামরুন নাহার কিছুদিন চাকুরির চেষ্টা করেন, তবে তাঁর স্বপ্ন ছিল নিজে উদ্যোক্তা হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার। এই চিন্তা থেকে তিনি মুরগি পালনের জন্য পোল্ট্রি ফার্ম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যবসা শুরুর পূর্বে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি লেয়ার মুরগির ফার্ম পরিদর্শন করেন এবং ইন্টারনেট থেকেও কিছু শেখার চেষ্টা করেন। এরপর পোল্ট্রি ফার্ম স্থাপনে নিজের জমানো অর্থ এবং বন্ধু-বান্ধব ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে মোট ১৫ লক্ষ টাকার মূলধন বিনিয়োগ করেন তিনি। ২০২২ সালে ভালুকার বিরুনিয়া ইউনিয়নের কুলাবো গ্রামে ১০ শতাংশ জমির উপর ১২০০টি মুরগি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি ফার্ম স্থাপন করেন তিনি।

তিনি নিজেই তাঁর ফার্ম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। কামরুন নাহারের স্বামী জাহাঙ্গীর আলম একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকুরি করেও ছুটির দিনে স্ত্রীর ফার্মের কাজে সাহায্য করেন। এলাকার পাইকারী ব্যবসায়ীরা কামরুন নাহার এঁর ফার্ম থেকে ডিম ক্রয় করে থাকেন। মুরগিদের ডিম পাড়া বন্ধ হলে সেই মুরগিগুলোকে তিনি পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন। প্রাথমিক অবস্থায় পোল্ট্রি ফার্ম থেকে তার মাসিক আয় আসতো গড়ে ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু তার ব্যবসা যখন বেশ ভালো চলছিলো এমন একটি সময় করোনা মহামারী শুরু হলে দীর্ঘ সময় লকডাউনের জন্য ব্যবসার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। এমন সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েন।

এমন পরিস্থিতিতে অক্টোবর ২০২১ সালে কামরুন নাহার পদক্ষেপ এর ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরে ভালুকা ব্রাঞ্চের চাঁদনী মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পরে ব্যবসা বড় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে আবারও তিনি পদক্ষেপ এর সাথে যোগাযোগ করলে পদক্ষেপ এর রেইজ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর-রেইজ-ইয়ুথ ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। বিষয়টি জানার পর সে তার পোল্ট্রি ফার্মের নতুন শেড তৈরির জন্য জানুয়ারি ২০২৪ মাসে অগ্রসর-রেইজ-ইয়ুথ ক্যাটাগরিতে ৩.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তিনি। ঋণের অর্থ তিনি তাঁর ফার্মে বিনিয়োগ করেন। বর্তমানে তাঁর ফার্মে মুরগির সংখ্যা ৩২০০টি।

কামরুন নাহার গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২৪ মাসে ‘পিকেএসএফ’ এবং ‘বিশ্বব্যাংক’ এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের তরুণ উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সঠিক ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য “ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন” শীর্ষক ১৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে তিনি সাধারণ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা এবং কারিগরি বিষয়সহ মোট ৪টি বিষয়ে ১৬ দিনের প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সমাপ্ত করেছে।

প্রশিক্ষণের পূর্বে ব্যবসা পরিচালনা করলেও তিনি জানতেন না কীভাবে পরিকল্পনা করে ব্যবসা পরিচালনা করলে ব্যবসায়ে সব ধরনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব। ‘রেইজ’ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কামরুন নাহার এখন অনেক আশাবাদী একজন মানুষ। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পূর্বের তুলনায় আরো সফলভাবে তিনি তার ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন এবং তাঁর পক্ষে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে একজন সফল উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব হবে বলে জানান।

বর্তমানে ব্যবসা থেকে তাঁর মাসিক আয় ৭০ হাজার টাকা এবং বর্তমানে তাঁর ফার্ম থেকে ডিম উৎপাদন গড়ে প্রতিদিন ১১০০টি। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে বর্তমানে তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে স্বচ্ছলতার সাথে দিন অতিবাহিত করতে পারছেন। স্বল্প-আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আত্মবিশ্বাসী কামরুন নাহার এর স্বপ্ন একজন বড় ব্যবসায়ী হওয়ার। তাই ভবিষ্যতে ১০ হাজার মুরগি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন তিনি। যেখানে তাঁর মতো স্বল্প-আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং এসব তরুণ তাঁর কাছ থেকে উদ্যোগ/ব্যবসা পরিচলনা করার বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পর নিজেরা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। সেইসাথে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করে তাঁরা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

‘রঙিন (অ্যাকুরিয়াম) মাছ চাষে সফল উদ্যোক্তা সাইফুলের আত্মকথা’

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ভাট্টাইধোবা গ্রামের মো: সাইফুল ইসলাম, বয়স ৩৫ বছর। রঙিন মাছ চাষে একজন সফল তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সফল হওয়ার পিছনে তার রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম আর ধৈর্য্য। শুরুটা তার জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। অনেকবার তিনি রঙিন মাছ উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছেন। এক পর্যায়ে তার সাথে পরিচয় হয় ‘পদক্ষেপ’ এর ‘রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)’ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের। তাদের অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনায় ২০ শতাংশ পুকুর লিজ নিয়ে পুকুরের মধ্যে নেটের খাঁচায় মাত্র ২০টি জাপান কার্প, ৩০টি অরান্ডা গোল্ডফিশ নিয়ে শুরু করেন রঙিন মাছ চাষ। প্রথমে সাইফুল ইসলাম ‘পিকেএসএফ’ এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় ‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘আরএমটিপি’ প্রকল্পের ‘নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন’ উপ-প্রকল্পের সদস্য হন। পরবর্তীতে তিনি প্রকল্পের আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে রঙিন (অ্যাকুরিয়াম) মাছ চাষের জন্য প্রকল্প থেকে ১০ হাজার টাকার অনুদান সহায়তা প্রাপ্ত হন।

বর্তমানে তার খামারে রয়েছে ১৫০টি জাপানি কার্প (ব্রুড), ৯৫০টি কমেট এবং ৪টি ব্লাকমুর গোল্ডফিশ ও ১৬০টি অরেন্ডা গোল্ড ফিশ, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২.২৫ লক্ষ টাকা। তিনি রঙিন (অ্যাকুরিয়াম) মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্রুড মাছ, নেট, ড্রাম ও খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ করেন ১.২৫ লক্ষ টাকা। এ যাবৎ তিনি ৪৫,৪০০/- টাকার রঙিন মাছ বিক্রয় করেছেন। প্রাথমিকভাবে উক্ত টাকার মাছ বিক্রয় করতে পেরে তিনি অনেক খুশি এবং এতে ভাল লাভের আশা করছেন। সাইফুল ইসলাম রঙিন মাছ চাষ আরও সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা ও পোনা উৎপাদনের জন্য একটি হ্যাচারি নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। এলাকার মাছ চাষীদের মধ্যে তার এ ধরনের উদ্যোগ ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

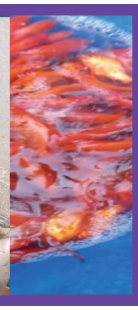

'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' প্রতিনিধির প্রকল্পের জামালগঞ্জ লম্বাবাঁক হাটির কার্যক্রম পরিদর্শন ও উঠান বৈঠক

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এর অর্থায়নে 'পদক্ষেপ' কর্তৃক "Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh Project" এর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্ম-এলাকার মাঠ পর্যায়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গত ৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে সুনামগঞ্জ এরিয়ার জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চ এলাকার লম্বাবাঁক হাটিতে একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উঠান বৈঠকে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করেন দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' এর কর্মকর্তাবৃন্দ, সংস্থার উক্ত প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ও প্রোগ্রাম উইং এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাসুমা আহমেদ কণা ও উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক ইঞ্জি. জহির আহমেদ'সহ বি-বাড়িয়া জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, সুনামগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার, জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টস অফিসার, প্রজেক্ট অফিসারগণ, এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। পরিদর্শন শেষে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাথে দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'পদক্ষেপ' এর 'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' উদ্যোগে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

'পদক্ষেপ' 'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উপস্থিতিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি মাসে বিনামূল্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে স্বাস্থ্য ও চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য প্রতিটি জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মার্চ মাসে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সুরমা ও দাসেরবাজার ইউনিয়নে ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৮৫০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ফ্রি ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এতে সহযোগিতা করেন 'পদক্ষেপ' এর সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ। এসময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এলাকার মানুষ উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে 'পদক্ষেপ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মার্চ মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৪৭ জন

মার্চ ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ৮৩ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' বিষয়ে এবং সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (হিসাব) পদে ১২৫ জনকে 'হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে এবং প্রধান কার্যালয়ের ৩৭ জন উর্ধ্বতন কর্মীদের 'মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহি:উৎস 'সিডিএফ' কর্তৃক `ME & SME Employees Development' বিষয়ে ১ জন সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) এবং Microenterprise Management & Financing Strategy বিষয়ে ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'পিআইডিএম' সেবা দিয়েছে ৮০১ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মার্চ ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২৩টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৮০১ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৩টি সভা ও ১টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন হয়েছে ৭১টি

মার্চ ২০২৪ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৭১ জন গ্রাহককে ১৮.৩২ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৬০,৪৮১ জন গ্রাহককে ৫১৭.৬৬ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ২০৮ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

মার্চ ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে ঢাকা (উ.) জোনে সিএম পদে ৮ জন; ঢাকা (দ.) জোনে সিএম পদে ১০ জন; ময়মনসিংহ জোনে সিএম পদে ২৮ জন ও বিএম পদে ১ জন; চট্টগ্রাম (দ.) জোনে বিএম পদে ১ জন; কুমিল্লা জোনে বিএম পদে ২ জন ও এএম পদে ১ জন; বরিশাল জোনে সিএম পদে ২৯ জন ও এবিএম (লোন) পদে ১ জন; ভোলা জোনে সিএম পদে ১ জন ও বিএম পদে ১ জন; যশোর জোনে সিএম পদে ১ জন; বি-বাড়িয়া জোনে সিএম পদে ১৯ জন ও এবিএম (লোন) পদে ১ জন এবং বিএম পদে ১ জন; কিশোরগঞ্জ জোনে সিএম পদে ১৮ জন ও বিএম পদে ২ জন; রংপুর জোনে বিএম পদে ১ জন; ফরিদপুর জোনে বিএম পদে ১ জন; কুষ্টিয়া জোনে সিএম পদে ১২ জন ও ও বিএম পদে ১ জন; বগুড়া জোনে সিএম পদে ১৯ জন ও এবিএম (লোন) পদে ১ জন; রাজশাহী জোনে সিএম পদে ৩৯ জন ও এবিএম (লোন) পদে ৮ জন এবং বিএম পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

মার্চ ২০২৪ মাসে সিপিএফ হতে ৪২ জন কর্মীকে ৬৫,৭৮,৭৩৩/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৪২ জন কর্মীকে ২,২০,০৯৬/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম থেকে ৫৬ জনকে ২৫,০৪,০৩৪/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ১৭ জনকে ৪,৩৫,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

এস টাওয়ার, বাড়ি নং-২৮/১, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ০১৭৫৫-৬৪৭৭৯১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৪৮১১৯৭৯৪
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org